পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
পিকেএসএফ

ত্রৈমাসিক
তথ্য সাময়িকী
২০১৭ জানুয়ারি-মার্চ মাঘ-চৈত্র ১৪২৩

সূচি

রাঙিয়ে দিয়ে যাও শীর্ষক জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত ০১
মানুষের কণ্ঠস্বর: এসডিজি বাস্তবায়নের মঞ্চ ০২
পিকেএসএফ সভাপতির এমটিসি গ্লোবাল সম্মাননা লাভ ০২
জাগিয়া উঠিল প্রাণ শীর্ষক জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত ০৩
সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি ০৪
PACE প্রকল্পের কার্যক্রম ০৫
ইউপিপি-উজ্জীবিত কার্যক্রম ০৬
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি দলের পিকেএসএফ পরিদর্শন ০৬
SEIP প্রকল্পের কার্যক্রম ০৭
পিকেএসএফ-এর নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ০৭
সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন ০৮
LIFT কর্মসূচি: হাওর জনগোষ্ঠীর কল্যাণে উদ্যোগ ১১
নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সহায়তা প্রকল্প ১২
চুক্তি স্বাক্ষর ১২
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ১৩
সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট ১৪
ড. কাশেমের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান ১৪
পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র ১৫
আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন ১৬

পিকেএসএফ তথ্য সাময়িকী
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
পিকেএসএফ ভবন
ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
ফোন: ৮৮০-২-৯১২৬২৪০-৩
৮৮০-২-৯১৪০০৫৬-৯
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২৬২৪৪
ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org
ওয়েব: www.pksf-bd.org
www.facebook.com/pksf.org

রাঙিয়ে দিয়ে যাও শীর্ষক জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত

টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনের বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে দেশের প্রবীণ মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য পিকেএসএফ জানুয়ারি ২০১৬ হতে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি নামে একটি কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। এই কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিতকরণের লক্ষ্যে **রাঙিয়ে দিয়ে যাও** শীর্ষক জাতীয় সম্মেলন বিগত ২ মার্চ ২০১৭ পিকেএসএফ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম মুখ্য আলোচক হিসেবে প্রবীণদের নিয়ে পিকেএসএফ-এর ভাবনা বিষয়ে আলোকপাত করেন। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের কর্মসূচির ওপর সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থাসমূহের পক্ষ হতে **উদ্দীপন**-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ এমরানুল হক চৌধুরী এবং **রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)**-এর পরিচালক জনাব আবুল হাসিব খান এবং কর্মসূচিভুক্ত দুইজন প্রবীণ কর্মসূচি বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। অনুষ্ঠানে প্রবীণ কর্মসূচির ওপর নির্মিত **রাঙিয়ে দিয়ে যাও** শীর্ষক একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

সম্মেলনের প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, মানুষ যখন প্রবীণ হয় তখন তাঁর সমস্যা সমাধান এবং দেখভাল করার দায়িত্ব সমাজের ওপরে বর্তায়। প্রবীণরা নিজ পরিবার ও সমাজের সুখ-দুখ আনন্দ-বেদনা সমানভাবে যাতে অনুভব করতে পারে সে জন্যে পিকেএসএফ-এর প্রবীণ কর্মসূচির আওতায় প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে, যা উদ্ভাবনীমূলক ও সৃজনশীল।

সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, মানুষ হচ্ছে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। তাই পিকেএসএফ একজন ব্যক্তির গর্ভধারণ হতে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট হতে সমৃদ্ধিভুক্ত আরো ৫০টি ইউনিয়নে এই কর্মসূচি সম্প্রসারিত করা হবে। পিকেএসএফ ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম বলেন, ২০৫০ সালে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দাঁড়াবে দেশের মোট জনসংখ্যার ২১%। প্রবীণরা সমাজের বোঝা নয় বরং তাঁরা মানব মর্যাদা সম্পন্ন জনগোষ্ঠী। তাই প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন করে তাঁদের মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পিকেএসএফ পূর্ব হতেই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

সম্মেলনের শেষ পর্বে অনুষ্ঠিত হয় মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রবীণদের নিয়ে গোধূলি রাঙা সকাল বিষয়ে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন জনাব খন্দকার হাসিবুজ্জামান। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা **প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র**-এর শিল্পীরা প্রবীণ কর্মসূচির ওপর গম্ভীরা পরিবেশন করেন। এরপর **স্পন্দন সাংস্কৃতিক দল**-এর সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশনার মাধ্যমে জাতীয় সম্মেলনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়।

মানুষের কণ্ঠস্বর: এসডিজি বাস্তবায়নের মঞ্চ

এসডিজি-এর বাস্তবায়নকে আরও বেগবান করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রের কৃতী ব্যক্তিবর্গ এবং প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে People's Voice: Strengthening SDG Implementation in Bangladesh নামক একটি মঞ্চ গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে পিকেএসএফ। এই মঞ্চের পরামর্শক হিসেবে থাকবেন পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত এক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি এই মঞ্চের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ এমপি, সভাপতি, খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম।

সূচনা বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ উল্লেখ করেন যে, পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমে যে মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নের মূলমন্ত্র অনুসরণ করা হয়। তিনি বলেন, পিকেএসএফ টেকসই উন্নয়নের ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ১৩টি এবং ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ৩০টি-তে প্রত্যক্ষভাবে অবদান রাখছে। People's Voice: Strengthening SDG Implementation in Bangladesh মঞ্চ তিনটি কমিটির মাধ্যমে কাজ করবে। সেমিনারে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন পিকেএসএফ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন, যেখানে এসডিজি-এর লক্ষ্যমাত্রার সাথে সম্পৃক্ততা তুলে ধরা হয়। সরকারের এই স্বপ্নপূরণের পথে সহযোগী হিসেবে পিকেএসএফ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম স্বাগত বক্তব্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মূলনীতি, সকলের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার ওপর আলোকপাত করেন এবং এসডিজি বাস্তবায়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি বলেন, সরকার এসডিজি বাস্তবায়নে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ এবং সেই লক্ষ্যে সরকার সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। এই ক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের সম্পৃক্ততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী যেমন হাওর ও বাওর অঞ্চলের বাসিন্দা, বেদে সম্প্রদায়-এর প্রতি বিশেষ নজর দেয়ার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি পিকেএসএফ এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে গঠিত মঞ্চের কার্যকর ভূমিকা প্রত্যাশা করেন।

পিকেএসএফ সভাপতির এমটিসি গ্লোবাল সম্মাননা লাভ

পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এমটিসি গ্লোবাল রোশিকুমার পান্ডে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড-এ ভূষিত হয়েছেন। ভারতভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, ম্যানেজমেন্ট টিচার্স কনসোর্টিয়াম-গ্লোবাল, পিকেএসএফ সভাপতিকে শিক্ষাখাতে অবদানের জন্য এই সম্মাননা প্রদান করেছে। এই প্রতিষ্ঠানটি উচ্চ শিক্ষার থিঙ্ক ট্যাঙ্ক হিসেবে বিশ্বজুড়ে পরিচিত।

ড. আহমদ বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় অর্থনীতিবিদ, প্রখ্যাত উন্নয়ন চিন্তাবিদ এবং একজন নিবেদিত কর্মী হিসেবে ম্যানেজমেন্ট টিচার্স কনসোর্টিয়াম গ্লোবাল-এর সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তিদের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিতে, এমটিসি ২০১০ থেকে পুরস্কার প্রদান শুরু করে। এই পুরস্কারটি উচ্চ শিক্ষায় অবদানের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। একাডেমী এবং কর্পোরেট খাতে অনেক শীর্ষ নেতা ইতোমধ্যে এমটিসি গ্লোবাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।

জাগিয়া উঠিল প্রাণ শীর্ষক জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত

টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনের বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে সুস্থ সংস্কৃতি ও ক্রীড়া চর্চার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে মানুষের সুকুমার বৃত্তির চর্চাকে সম্পৃক্ত করে একটি সংস্কৃতি ও ক্রীড়ামনস্ক সমাজ ও জাতি গঠনের লক্ষ্যে শিশু-কিশোর-তরুণসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগোষ্ঠীর জন্য পিকেএসএফ সম্প্রতি সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির সূচনা করেছে। দেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম অর্থাৎ শিশু-কিশোর ও তরুণদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ লালন এবং একটি ক্রীড়ামোদী জনগোষ্ঠী তৈরির জন্য এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে।

বিগত ২৩ মার্চ ২০১৭ তারিখে এই কর্মসূচির আওতায় **জাগিয়া উঠিল প্রাণ** শীর্ষক জাতীয় সম্মেলন পিকেএসএফ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সংস্কৃতি বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর প্রধান অতিথি এবং ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রী বীরেন শিকদার বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের। এরপর সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির ওপর একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থাসমূহের পক্ষ হতে **ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)**-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মুহম্মদ শহীদ উজ জামান, **মুক্তি কক্সবাজার**-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব বিমল চন্দ্র দে সরকার বক্তব্য প্রদান করেন। কর্মসূচিভুক্ত দুইজন শিশু-কিশোর এবং একজন শিক্ষক ও অভিভাবক তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। এরপর মুক্ত আলোচনা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনের প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পেরে তাঁর ভালোলাগার অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, মানুষ তো আলোকিত মানুষই হতে চায়। আমাদেরকেই শিশু-কিশোরদের পথ দেখাতে হবে। আমরা যতবেশি এই ধরনের সুযোগ করে দিতে পারব ততই ওরা সংস্কৃতিবান হয়ে উঠবে। পিকেএসএফ-এর কর্মসূচি এক্ষেত্রে আশার আলো দেখায়। তিনি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় পিকেএসএফ-এর এই কার্যক্রমকে তৃণমূল পর্যায়ে সম্প্রসারিত করার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রী বীরেন শিকদার এই ধরনের কর্মসূচি পরিচালনার জন্য পিকেএসএফ-কে ধন্যবাদ জানান। তিনি এই কর্মসূচির জন্য তাঁর মন্ত্রণালয় হতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বর্তমানে পিকেএসএফ-এর কর্মসূচি ক্ষুদ্রঋণভিত্তিক নয়, মানুষকেন্দ্রিক। মানুষকেন্দ্রিক কর্মসূচি বহুমাত্রিক। পিকেএসএফ বহুমাত্রিকতা বিবেচনা করে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি যুক্ত করেছে যা শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে, সুকুমার বৃত্তি বিকাশে, ক্রীড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে ও বিদ্যালয়মুখী হতে সহায়তা করবে এবং এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রত্যয় সৃষ্টি করবে। তিনি এই কর্মসূচিকে আরো ৫০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশব্যাপী সম্প্রসারণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

জাতীয় সম্মেলনে জানানো হয়, দেশের বিভিন্ন এলাকায় বাল্যবিবাহ, যৌতুক, ইভটিজিং, মাদকাসক্তি ও জঙ্গিবাদবিরোধী সাইক্লিং, মিনি ম্যারাথন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের শুদ্ধভাবে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রতিযোগিতা ও কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তা-চেতনায় প্রাগ্রসর জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার জন্য বইপড়া, রচনা, প্রবন্ধ ও গল্প বলা-লেখা, দেয়াল পত্রিকা, ছবি আঁকা, সুন্দর হস্তলিপি, কবিতা আবৃত্তি ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা, গণিত, বিজ্ঞান, কৃষি ও প্রযুক্তি মেলা, বিষয়ভিত্তিক সঙ্গীত, অভিনয় ও নৃত্য প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে।

সম্মেলনে মাঠ পর্যায়ে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি'র সফল বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদের হাতে বিশেষ স্মারক ক্রেস্ট তুলে দেয়া হয়। এরপর বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার কর্মএলাকা হতে আগত শিশু-কিশোররা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানের শুরুতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতা হতে সংকলিত অংশ আবৃত্তি করেন জনাব জি এম হুমায়ুন আজম এবং জনাব সাইদা তাহসিন হৃদিতা। অনুষ্ঠানে সঙ্গীতশিল্পী জাকির হোসেন তপন ও তানভীরা আশরাফ শ্যামা'র কণ্ঠে সেদিন আর কত দূরে গানটির সাথে নৃত্য পরিবেশন করেন শ্রাবন্তী গুপ্ত। এরপর পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা **ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)**, ঠাকুরগাঁও থেকে আগত শিশু-কিশোরদের পরিবেশনায় ষড়ঋতুর নৃত্য ও সাঁওতাল নৃত্য পরিবেশিত হয়। **ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)**, চট্টগ্রাম-এর পরিবেশনায় ছিল আঞ্চলিক গান ও রাঙামাটির ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর পাহাড়ি নৃত্য। **এসকেএস ফাউন্ডেশন**-এর শিল্পীরা পরিবেশন করে বাউল সম্রাট শাহ্ আবদুল করিমের গান। **জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন**-এর শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে পরিবেশিত হয় নৃত্যনাট্য **৫২ থেকে ৭১**।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি

উন্নয়নে যুবসমাজ কার্যক্রমের মডিউল

সমৃদ্ধি কর্মসূচি বর্তমানে ১১১টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ৭টি বিভাগের ৬২টি জেলার ১৫০টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সম্প্রতি যুব সমাজের উন্নয়নে এই কর্মসূচির আওতায় উন্নয়নে যুবসমাজ নামে একটি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মানবতা, সত্য, সুন্দর ও কল্যাণ হবে যুবদের এই কার্যক্রমের মূলমন্ত্র। ১৪ মার্চ ২০১৭ তারিখে যুব প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মডিউল-এর খসড়া প্রস্তুতকরণের লক্ষ্যে পিকেএসএফ ভবনে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনা এবং নেতৃত্ব বিকাশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতামতের ভিত্তিতে **সমৃদ্ধি**'র যুব প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মডিউল-এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে কার্যক্রমটি ১৫০টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। **সমৃদ্ধি**ভুক্ত ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে যুবদের নিয়ে গ্রুপ গঠন করার কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত ১,৪৭৬টি যুব গ্রুপের মাধ্যমে ২৯,৩৩০ জন যুবককে সংগঠিত করা হয়েছে।

চলতি কার্যক্রমের অগ্রগতি

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম: এই কার্যক্রমের আওতায় ১৫০টি ইউনিয়নে মোট ২৮৩ জন স্বাস্থ্য সহকারী ও ১,৯৯৮ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক নিয়োজিত রয়েছেন। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৭ প্রান্তিকে মাঠ পর্যায়ে ৬০,৪১০টি স্বাস্থ্যকার্ড বিক্রি হয়েছে এবং ১০,১১৩টি স্ট্যাটিক ও ৩,২৮৮টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক এবং ১২৫টি স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন করা হয়েছে।

বন্ধুচুলা ও সোলার কার্যক্রম: **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এই সংক্রান্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৭ প্রান্তিকে ১,৯২৮টি খানায় বন্ধুচুলা এবং ৫,৮৪০টি খানায় সোলার হোম-সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

সমৃদ্ধি কেন্দ্র ও সমৃদ্ধ বাড়ি তৈরি: **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৭ প্রান্তিকে ৯১টি সমৃদ্ধিকেন্দ্র নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এই পর্যন্ত স্থাপিত মোট ৬৪৭টি কেন্দ্রে বিগত প্রান্তিকে ১৩,১৮৮টি ওয়ার্ড সমন্বয় সভা আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও ২,৩৫৪টি সমৃদ্ধ বাড়ি তৈরি করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কার্যক্রম: এই কার্যক্রমের আওতায় মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বিনামূল্যে সমৃদ্ধি স্বাস্থ্যকার্ড ও চিকিৎসা প্রদানসহ বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থা **আরডিআরএস-বাংলাদেশ** এর আওতায় পঞ্চগড় জেলার ভজনপুর ইউনিয়নে ২৫ জন, **ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গনাইজেশন (ইএসডিও)**-এর আওতায় ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল উপজেলাধীন বাচোর ইউনিয়ন থেকে ৫ জন এবং **বেডো**-র আওতায় বগুড়া জেলার আদমদীঘি উপজেলাধীন ছাতিয়ানগ্রাম ইউনিয়ন থেকে ২ জন ও নওগাঁ জেলার সদর উপজেলাধীন বোয়ালিয়া ইউনিয়ন থেকে ২ জনসহ সর্বমোট ৩৪ জন অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাকে জনপ্রতি ১.০ লক্ষ টাকা হিসেবে ৩৪.০ লক্ষ টাকা প্রদানের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে বিনিয়োগ করে পর্যাপ্ত আয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম: কর্মসূচিভুক্ত ১ম পর্বের ৪৩টি ইউনিয়নে ৪১৩ জন উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন করা হয়েছে এবং ২য় পর্বের ১০৬টি ইউনিয়নে মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত ২৭০ জন উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন করা হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়া চলমান।

কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম: এই কার্যক্রমের আওতায় এই পর্যন্ত ২,৮৮৬টি অগভীর ও গভীর নলকূপ, ১,৫৫৫টি কালভার্ট/সাঁকো, ৩০,৮০১টি অতিদরিদ্র খানায় স্যানিটেশন, ৩৫টি পিএসএফ এবং ৪টি বিশেষ কার্যক্রমের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অপরদিকে ১০টি ইউনিয়নের Growth Center-এ (হাট/বাজারের নিকটবর্তী বা জনসমাগম স্থলে) একটি করে পাবলিক টয়লেট কমপ্লেক্স নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম: এই কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ৬,২৩৫ জন সদস্য ১.৯১ কোটি টাকা ব্যাংক হিসাবে জমা করেছেন। ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত ৬৪৫ জন বিশেষ সঞ্চয়ের মেয়াদ পূর্ণকারী সদস্যকে ৮৮.২৬ লক্ষ টাকা অনুদান ফেরত প্রদান করা হয়েছে।

ঋণ বিতরণ কার্যক্রম: ২০১৬-১৭ অর্থবছরে **সমৃদ্ধি**'র আওতায় ৩ ধরনের ঋণখাতে পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ১০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত ৭৭.৫৩ কোটি টাকা বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। সহযোগী সংস্থা হতে অংশগ্রহণকারী পর্যায়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৭ মাসে ২৭.৬৫ কোটি টাকা এবং এ পর্যন্ত তিনটি খাতে মোট ৪৭৩.০১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

শিক্ষা কার্যক্রম: ফেব্রুয়ারি ২০১৭ মাসে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ১৫০টি ইউনিয়নে পরিচালিত ৫,২০০টি শিক্ষাকেন্দ্রে সম্পৃক্ত ১,৩২,৫৯২ জন ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়মিত পাঠদান করা হচ্ছে।

PACE প্রকল্পের কার্যক্রম

ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডঃ PACE প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়নের পাশাপাশি বিভিন্ন কৃষি ও অকৃষি উপ-খাত উন্নয়নে ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ২৯টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১,০৬,৭৮১ জন উদ্যোক্তা ও উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নানাবিধ কারিগরি, প্রযুক্তি ও বাজারজাতকরণ সহায়তা পাচ্ছে। জানুয়ারি-মার্চ ২০১৭ প্রান্তিকে ১০টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

কার্প-গলদা মিশ্র চাষ উপ-খাতের উন্নয়নে *উন্নত পদ্ধতিতে কার্প-গলদা মিশ্র চাষ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি* শিরোনামে ৬টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট ও যশোর জেলায় ৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রযুক্তি স্থানান্তরঃ জানুয়ারি-মার্চ ২০১৭ প্রান্তিকে শুটকি মাছ উৎপাদনের জন্য ফিসড্রায়ার প্রযুক্তি, উন্নত পদ্ধতিতে কার্প-গলদা মিশ্র চাষের জন্য সরঞ্জামাদি, উচ্চ মূল্যের বারহি খেজুর চাষ প্রযুক্তি, ভার্মি কম্পোস্ট সার

উৎপাদন প্রযুক্তি, গাভীর খাদ্য উৎপাদনের জন্য হাইড্রোপনিক ফডার চাষ প্রযুক্তি স্থানান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরার শ্যামনগরে স্থাপিত নতুন কাঁকড়া হ্যাচারীতে উৎপাদিত কাঁকড়ার পোনা নার্সারী পুকুরে অবমুক্ত করা হয়। দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বিকাশমান কাঁকড়া চাষ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থা **নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ)**-এর মাধ্যমে এ হ্যাচারীটি স্থাপন করে।

সমীক্ষা সম্পাদনঃ বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাতের সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমস্যা সমাধানের জন্য সম্ভাব্য কর্মকাণ্ড নির্ধারণের লক্ষ্যে PACE প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়ে থাকে। জানুয়ারি-মার্চ ২০১৭ প্রান্তিকে ২টি সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। জামদানী শাড়ি উৎপাদন উপ-খাতে বিরাজিত সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং এই খাত বিকাশের লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণের জন্য একটি উপ-খাত সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়। বিগত ১৯ মার্চ ২০১৭ তারিখে পরামর্শক জনাব মোঃ মনিরুল আলম সমীক্ষা প্রতিবেদনের ওপর একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন।

কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরবে গড়ে উঠা পাদুকা তৈরি ব্যবসাগুচ্ছ বিকাশের জন্য কোন সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা যায় কি না তা নির্ধারণের জন্য একটি সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে। সমীক্ষা প্রতিবেদনের ওপর গত ৮ মার্চ ২০১৭ তারিখে পরামর্শক জনাব এস এম হাসান ইকবাল একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন।

প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা

ক্ষুদ্র উদ্যোগ ব্যবস্থাপনাঃ বিগত ১৫-১৯ জানুয়ারি, ৫-৯ ফেব্রুয়ারি, ১২-১৬ ফেব্রুয়ারি এবং ২৭-৩০ মার্চ, ২০১৭ তারিখে ক্ষুদ্র উদ্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসা সম্প্রসারণ বিষয়ে পিকেএসএফ-এর ৫০ জন কর্মকর্তার জন্য ২টি ব্যাচে এবং সহযোগী সংস্থার ১০০ জন কর্মকর্তার জন্য ৪টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়।

ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনাঃ বিগত ৫-৯ মার্চ এবং ১৯-২৩ মার্চ, ২০১৭ *ভ্যালু চেইন প্রকল্প প্রণয়ন এবং ব্যবস্থাপনা* শিরোনামে সহযোগী সংস্থাসমূহের ৫০ জন কর্মকর্তার জন্য ২টি ব্যাচে সিডিএফ ও আইএনএম-এর প্রশিক্ষণ ভেন্যুতে প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়।

পরিবেশ ও ঝুঁকিপূর্ণ কর্মক্ষেত্র ব্যবস্থাপনাঃ ক্ষুদ্র উদ্যোগ কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিবেশ ও পেশাগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে বিগত ৮-১২ জানুয়ারি, ২২-২৬ জানুয়ারি এবং ১২-১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে *পরিবেশ ও ঝুঁকিপূর্ণ কর্মক্ষেত্র ব্যবস্থাপনা* বিষয়ে সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের জন্য ৩টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার ৪৪ জন কর্মকর্তা এই ৩টি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।

হালদা নদীর পানির গুণগত মান পরিমাপের জন্য *Physico-Chemical parameters and plankton population of Halda river* শিরোনামে বিগত ১২ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোঃ মঞ্জুরুল কিবরিয়ার সাথে পিকেএসএফ-এর একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলায় *গাভী ক্লাস্টারের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ* শিরোনামে একটি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিগত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে সহযোগী সংস্থা **উন্নয়ন প্রচেষ্টার** সাথে পিকেএসএফ চুক্তি সম্পাদন করেছে।

ফিস ড্রায়ার ও জৈব পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে বিষমুক্ত শুটকি মাছ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের দ্বারা উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন শিরোনামে একটি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিগত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে সহযোগী সংস্থা **কোস্ট ট্রাস্ট**-এর সাথে পিকেএসএফ চুক্তি সম্পাদন করে।

পদ্মাপাড়ে গাভী পালনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি শিরোনামে একটি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিগত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে সহযোগী সংস্থা **নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি**'র সাথে পিকেএসএফ চুক্তি সম্পাদন করেছে।

বছরব্যাপী পিঁয়াজ উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি শিরোনামে একটি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিগত ৮ মার্চ ২০১৭ তারিখে সহযোগী সংস্থা **ওয়েভ ফাউন্ডেশন**-এর সাথে পিকেএসএফ চুক্তি সম্পাদন করেছে।

ইউপিপি-উজ্জীবিত কার্যক্রম

ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্প ২০১৩ সালের নভেম্বর থেকে ৪টি বিভাগের ২৮টি জেলার ১,৭২৪টি ইউনিয়নে পিকেএসএফ-এর ৩৮টি সহযোগী সংস্থার ৭৬৬টি শাখার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের কর্মএলাকায় বসবাসরত প্রায় ৩.২৫ লক্ষ নারী-প্রধান এবং অতিনাজুক অতিদরিদ্র খানাকে চরম দারিদ্র্য অবস্থা থেকে টেকসইভাবে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্য অর্জনে পুষ্টি নিরাপত্তা, খাদ্য-বহির্ভূত ক্রয় ক্ষমতা, সম্পদ ভিত্তি এবং সামাজিক মর্যাদা উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

সমন্বয় সভা: বিগত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রকল্প সমন্বয়কারীগণের সমন্বয়ে প্রকল্পের আওতায় কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা শীর্ষক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত সমন্বয় সভায় জনাব একেএম নুরুজ্জামান, উপ-মহাব্যবস্থাপক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী এবং উজ্জীবিত প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। জনাব গোলাম তৌহিদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) সমন্বয় সভা উদ্বোধন করেন এবং প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ সম্পর্কে অবগত হন। সভায় বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা পর্যালোচনা ও ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

তথ্য বিনিময় কর্মশালা: ২০১৭ সালের জানুয়ারি-মার্চ প্রান্তিকে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে কয়েকটি তথ্য বিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাগণ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির ৬ষ্ঠ সভা: পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) জনাব গোলাম তৌহিদ-এর সভাপতিত্বে বিগত ১৯ মার্চ ২০১৭ উজ্জীবিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন-এর খাদ্য নিরাপত্তা উপদেষ্টা মিস ডর্টি বোস, জনাব ওয়াসিম আকরাম, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, আরইআরএমপি-২ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব সালমা শহীদ এবং জনাব একেএম নুরুজ্জামান, উপ-মহাব্যবস্থাপক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী সভায় উপস্থিত ছিলেন।

স্বাস্থ্য ও রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের ক্যাম্প আয়োজন: চলতি বছরের শুরুতে প্রকল্পে আওতাভুক্ত সুবিধাবঞ্চিত এলাকাতে কয়েকটি স্বাস্থ্য ক্যাম্প ও রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়েছে, যার মধ্যে পটুয়াখালী ও ভোলা জেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব এলাকার অতিদরিদ্র মানুষ উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত।

স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আওতায় নির্বাচিত অতিদরিদ্র সদস্যদের সেবা প্রদান করার পাশাপাশি অতিদরিদ্র পরিবারের সন্তান ও মহিলা এবং স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকারি স্থানীয় কমিউনিটি ক্লিনিকের সাথে যৌথভাবে স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়েছে। প্রতিটি স্বাস্থ্য ক্যাম্পে প্রায় ২৫০ জন অতিদরিদ্র মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। এছাড়া, রক্তের গ্রুপ নির্ণয় ক্যাম্পে ৩৫০ জনের অধিক ব্যক্তির রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করে একটি কার্ড প্রদান করা হয়েছে।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি দলের পিকেএসএফ পরিদর্শন

বিগত ২২ মার্চ ২০১৭ তারিখে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল পিকেএসএফ পরিদর্শন করেন। এ সময় তারা পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে এক সভায় মিলিত হন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রতিনিধি দলকে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন। এ সময় পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের ওপর নির্মিত একটি ভিডিও ডক্যুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়। পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক জনাব মুহম্মদ হাসান খালেদ পিকেএসএফ-এর বৈচিত্র্যময় কর্মকাণ্ডের ওপর একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন।

পরিদর্শনকালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি দল পিএকএসএফ-এর উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

SEIP প্রকল্পের কার্যক্রম

দেশের পশ্চাদপদ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে চাহিদাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পিকেএসএফ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্প বিগত মে ২০১৫ হতে বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত ৪৩৩০ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ শেষে ৩০১১ জন প্রশিক্ষণার্থীর কর্মসংস্থান করা হয়েছে এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থান প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। জানুয়ারি-মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ট্রেডে ১১৫২ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে।

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ) কর্তৃক বাস্তবায়িত SEIP প্রকল্পের আওতায় বিগত ২৩ মার্চ ২০১৭ তারিখে **আরআরএফ**, যশোর আয়োজিত এমপ্লয়ার্স সমাবেশে তিন জন নারী প্রশিক্ষণার্থীকে ল্যাপটপ প্রদান করা হয়। উপ-নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ কামাল হোসেন, যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ল্যাপটপ তুলে দেন। জনাব জিতেন্দ্র কুমার রায়, সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও উপ-প্রকল্প সমন্বয়কারী, SEIP এই সময় উপস্থিত ছিলেন।

বিগত ৮ মার্চ ২০১৭ ইউসেপ বাংলাদেশ-এর আওতায় প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এমপ্লয়ার্স সমাবেশ আয়োজন করে। ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে অবস্থিত সংস্থার আঞ্চলিক কার্যালয়ে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে পিকেএসএফ-এর সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও উপ-প্রকল্প সমন্বয়কারী জনাব জিতেন্দ্র কুমার রায়, জনাব আঞ্জুমান আরা বেগম, প্রোগ্রাম অফিসার উপস্থিত ছিলেন।

২৩ মার্চ ২০১৭ তারিখে আরআরএফ-এর প্রধান কার্যালয়ে এমপ্লয়ার্স সমাবেশ আয়োজন করা হয়। সমাবেশে যশোর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ২০টি চাকুরিদাতা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী/প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের প্রতিনিধি, সরকারের স্থানীয় প্রতিনিধি, পিকেএসএফ-এর স্থানীয় সহযোগী সংস্থার ঋণ সমন্বয়কারীগণ ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। সমাবেশে যশোর অঞ্চলের স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ের স্বনামধন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত হিসাব ও বিভিন্ন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের বিষয়ে অধিকতর ধারণা প্রদান এবং হিসাবরক্ষণ কার্যক্রম আরো সুসংহত করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের-এর সভাপতিত্বে ৭ মার্চ, ২০১৭ তারিখে দিনব্যাপী একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের আওতায় ফাউণ্ডেশন কর্তৃক নির্বাচিত ২১টি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ফোকাল পারসন এবং হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাগণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রকল্পের আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক চিহ্নিত অগ্রাধিকারভিত্তিক সেক্টরসমূহের আওতায় বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষিত জনবলের দেশে এবং বিদেশে কর্মসংস্থান চাহিদার বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য বিগত ১৫ মার্চ ২০১৭ তারিখ নির্বাচিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Human Development Research Center (HDRC)-এর সাথে Skills Demand Survey এর কাজ পরিচালনার জন্য দুই পর্যায়ের চুক্তিপত্র স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। (ক. Skills Demand Survey in (1) RMG & Textile, (2) Leather & Leather Goods, (3) Construction and (4) Shipbuilding Sector; খ. Skills Demand Survey in (1) Tourism & Hospitality Management, (2) Information Technology (IT), (3) Light Engineering & Manufacturing and (4) Agro Food, Food Processing & Packaging Sector) চুক্তিপত্রে পিকেএসএফ-এর পক্ষে স্বাক্ষর করেন ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) এবং HDRC-এর পক্ষে ড. আবুল বারাকাত, প্রধান উপদেষ্টা HDRC।

পিকেএসএফ-এর নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

বিগত ২৯ মার্চ ২০১৭ তারিখে পিকেএসএফ-এর নির্মিতব্য নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ঢাকার শ্যামলীতে এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য জনাব প্রতিমা পাল মজুমদার এবং ড. খন্দকার ইব্রাহিম খালেদ। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) জনাব ড. মোঃ জসীম উদ্দিন এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) জনাব গোলাম তৌহিদ। ১৩ তলা ভবনের প্রথম ১০ তলা পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার সদস্যদের তৈরিকৃত পণ্যের প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন

- বিগত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ থেকে ০২ জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন নেত্রকোণা জেলার সহযোগী সংস্থা **স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি**-এর ৩০ বছর উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় তাঁরা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত ক্ষুদ্রঋণ ও ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচি এবং কেন্দুয়া উপজেলার চিরাং ইউনিয়নে পরিচালিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। এরপর সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা সভায় ডেনিস রাষ্ট্রদূতসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প, কিশোরী ক্ষমতায়ন প্রকল্প, স্বাস্থ্য উন্নয়ন উদ্যোগ প্রকল্প পরিদর্শন করেন এবং নারী নির্যাতন ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে মানবাধিকার সংরক্ষণ পরিষদের সভায় অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধিগণ সংস্থার ৩০ বছর উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত র‌্যালিতে উপস্থিত ছিলেন।

- পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বিগত ৫–৬ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ সিরাজগঞ্জ জেলাধীন সহযোগী সংস্থা **ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)** পরিদর্শন করেন। তিনি সংস্থার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে দুই দিনব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এরপর সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত দক্ষ স্টাফ ও সংগঠিত সদস্যদেরকে সম্মাননা প্রদান করেন। তিনি সংস্থার **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিসহ আর্থিক সেবা ও বিভিন্ন প্রকল্পভুক্ত কার্যক্রম বিষয়ক প্রদর্শনী স্টল উদ্বোধন ও পরিদর্শন করেন। তিনি সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। এরপর পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র এবং একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ও পুনর্বাসিত উদ্যমী সদস্যের বাড়ি পরিদর্শন করেন। এছাড়াও তিনি খাকছড়া গ্রামের একটি সমৃদ্ধি কেন্দ্রের ফলক উন্মোচন, একটি সমৃদ্ধি বাড়ি পরিদর্শন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে মতবিনিময় করেন। জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান, মহাব্যবস্থাপক ও জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, ব্যবস্থাপক উক্ত সফরে সভাপতি মহোদয়ের সফরসঙ্গী ছিলেন।

- বিগত ১০-১২ জানুয়ারি ২০১৭ পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সিলেট জেলাধীন **ফ্রেন্ডস ইন ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ (এফআইভিডিবি)** এবং **টিএমএসএস** পরিচালিত **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। তিনি মৌলভীবাজার জেলায় অবস্থিত মৌলানা মুফজ্জল হোসেন মহিলা ডিগ্রী কলেজ পরিদর্শন করেন। তিনি **এফআইভিডিবি** সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিশেষ চক্ষু ক্যাম্পে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন এবং একটি বৈকালিক পাঠদান কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। তিনি বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রের কৃতি শিক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদান করেন। এরপর তিনি সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করেন এবং বৃহত্তর সিলেট জেলায় কর্মরত বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় করেন। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের সভাপতি মহোদয়ের সফরসঙ্গী ছিলেন।

- পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর নেতৃত্বে পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং দেশের স্বনামধন্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের একটি দল বিগত ১৬–১৯ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ নোয়াখালী জেলার দু'টি সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন মিজ বুলবুল মহলানবীশ, জনাব এস.এম ওয়াহিদুজ্জামান বাবর, প্রফেসর শফি আহমেদ, জনাব ইশতিয়াক উদ্দিন আহমদ এবং বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের নির্বাহী

পরিচালক ড. নীলুফার বানু। এই সময় তাঁরা চর এলাহী ও নিঝুম দ্বীপ ইউনিয়নে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। তাঁরা হাতিয়া ও নোয়াখালীতে কয়েকটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। পরিদর্শক দলে ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা **সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা**র শিক্ষা কার্যক্রমও পরিদর্শন করেন এবং জনসমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। এরপর তাঁরা **দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা** পরিদর্শন করেন। সংস্থার চানন্দি (**সমৃদ্ধি** বহির্ভূত) ইউনিয়নের কার্যক্রম পরিদর্শন এবং **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম ও সমৃদ্ধি কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করেন এবং সমৃদ্ধ বাড়িতে পরিচালিত ইকো-ট্যুরিজম কার্যক্রম পরিদর্শন ও নিঝুম দ্বীপ ই[...] মতবিনিময় সভায় অংশগ্র[...] পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিদ[...] স্বাস্থ্য ক্যাম্প ও উন্নয়ন [...] বিষয়ে সচেতনতামূলক[...] করেন। পিকেএসএফ-এর[...] পক্ষ থেকে নাগরিক সংবর্ধ[...]

- বিগত ২৮ জানুয়ারি থেকে[...] পিকেএসএফ-এর সভা[...] আহমদ ও ব্যবস্থাপনা প[...] করিম সহযোগী সংস্থা [...] **সোসাল ট্রান্সফরমেশন ট্র[...]** পরিদর্শন করেন। এ সম[...] পরিচালিত সমৃদ্ধি কর্মসূচি[...] করেন। পরিদর্শনে বিশিষ্ট[...] ও ড. মোঃ জসীম উদ্দিন[...] তাঁদের সফরসঙ্গী ছিলেন।[...] মেধাবী শিক্ষার্থীদের মা[...] কক্সবাজার জেলার গণমাধ[...] কুতুবদিয়া ব্যবস্থাপনা ও [...] স্থাপন, কুতুবদিয়া উপজে[...] *কুতুবদিয়া সুরক্ষার উপা[...]* সহায়তা কেন্দ্র, উঠান বৈ[...] রোয়ানুর ক্ষয়ক্ষতি ও ভাঙ[...] এবং **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি বিষ[...] অংশগ্রহণ করেন। এরপ[...] কালারমারছড়া ইউনিয়[...] সামাজিক কেন্দ্র, প্রবীণ [...] উদ্বোধন এবং শ্রেষ্ঠ প্রবীণ[...] তাঁরা অংশগ্রহণ করেন[...] সহকারী মহাব্যবস্থাপক এ[...] মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানের[...] করিম সিদ্দীকীসহ [...] পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছি[...]

উনিয়নের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে হণ করেন। তাঁরা উদ্যমী সদস্য র্শন, গভীর নলকূপ উদ্বোধন, মেলার উদ্বোধন এবং দুর্যোগ নাট্যপ্রযোজনা অবলোকন র চেয়ারম্যানকে হাতিয়াবাসীর না প্রদান করা হয়।

ক ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ পতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান রিচালক জনাব মোঃ আবদুল **কোস্টাল এসোসিয়েশন ফর স্ট (কোস্ট ট্রাস্ট)** ও **প্রত্যাশী** য় তাঁরা কক্সবাজার জেলায় সহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন শিক্ষাবিদ ড. জাহেদা আহমদ , উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক **কোস্ট ট্রাস্ট** আয়োজিত দরিদ্র ঝে শিক্ষাবৃত্তির চেক প্রদান, ্যম কর্মীদের সাথে মতবিনিময়, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-এর ভিত্তিপ্রস্তর লা পরিষদ হলরুমে আয়োজিত য় শীর্ষক মতবিনিময়, শিক্ষা বঠক, স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও ঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শন য়ক মতবিনিময় সভায় তাঁরা র **প্রত্যাশী** কর্তৃক আয়োজিত য়নে সমৃদ্ধি কেন্দ্র ও প্রবীণ মলা ২০১৭ এবং স্বাস্থ্যক্যাম্প সম্মাননা পদক প্রদান অনুষ্ঠানে জনাব দীপেন কুমার সাহা, বং বাংলাদেশ টেলিভিশন-এর র উপস্থাপক জনাব রেজাউল তন সদস্যের একটি টিম লেন।

- পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন বিগত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সহযোগী সংস্থা **বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সোস্যাল এডভান্সমেন্ট (বাসা)** পরিদর্শন করেন। তাঁরা সংস্থার রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলাধীন পেকুয়াস্থ **বাসা**'র ট্রেনিং এ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার (বিটিআরসি)-এ দিনব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা সখিপুর পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ, পল্লী মঙ্গল স্কুল, সখিপুর কো-কম্পোস্ট জোন এবং রাকিবনগর বস্তি পরিদর্শন করেন।

- পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর নেতৃত্বে পিকেএসএফ-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং কয়েকটি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার (দৈনিক জনকণ্ঠ, বণিক বার্তা এবং এটিএন বাংলা) সাংবাদিকগণ বিগত ২৭ ফেব্রুয়ারি–১ মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা **উন্নয়ন** কর্তৃক সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন 'সংযোগ' প্রকল্প ও LIFT কর্মসূচিভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম এবং খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলাস্থ জলমা ইউনিয়নে

বাস্তবায়নাধীন **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিভুক্ত কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এছাড়াও, সহযোগী সংস্থা **হীড বাংলাদেশ** কর্তৃক খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার নলিয়ানে LIFT কর্মসূচিভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং জনাব এ.কিউ.এম গোলাম মাওলা, মহাব্যবস্থাপক তাদের সফরসঙ্গী ছিলেন। তাঁরা **উন্নয়ন** সংস্থার কুচিয়া চাষ কার্যক্রম পরিদর্শন এবং উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ করেন। এসময় সুপেয় পানির প্লান্ট এবং জলমা ইউনিয়নে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় আঞ্চলিক কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। তাঁরা **হীড বাংলাদেশ**-এর সৌরচালিত সুপেয় পানির প্লান্ট উদ্বোধন করেন এবং এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথ আয়োজিত অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

- বিগত ৫-১০ মার্চ ২০১৭ তারিখে পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ড. এম.এ কাশেম এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন ফাউণ্ডেশনের দু'টি সহযোগী সংস্থা **ফ্রেন্ডস ইন ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ (এফআইভিডিবি)** ও **হীড-বাংলাদেশ** এবং পিকেএসএফ-এর বহিঃসংস্থা **যমযম বাংলাদেশ** ও **বাংলাদেশ ফিমেইল একাডেমী**-এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে **এফআইভিডিবি**-এর সিলেট সদর উপজেলার হাটখোলা ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন, সমৃদ্ধবাড়ি ও শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। তাঁরা সিলেট শহরের বিভিন্ন বস্তিতে **যমযম বাংলাদেশ** কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম, সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই-এ **বাংলাদেশ ফিমেইল একাডেমী**-এর কার্যক্রম এবং সহযোগী সংস্থা **হীড-বাংলাদেশ** কর্তৃক মুন্সিবাজার ইউনিয়নে আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। জনাব দীপেন কুমার সাহা, সহকারী মহাব্যবস্থাপক এই দলের সফরসঙ্গী ছিলেন।

- বিগত ১৭–২০ মার্চ ২০১৭ তারিখ পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলা সফর করেন। এই সময় তিনি সহযোগী সংস্থা **ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ), সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (সিআইপিডি), ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা)** পরিদর্শন করেন। তিনি **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি'র আওতায় পরিচালিত স্বাস্থ্য ক্যাম্প, উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম, শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র, সমৃদ্ধি কেন্দ্র এবং সমৃদ্ধ বাড়িসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি **ইপসা** কর্তৃক আয়োজিত প্রতিবন্ধী সম্মেলনেও অংশগ্রহণ করেন।

ফাউণ্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন এবং মহাব্যবস্থাপক, জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন।

- পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম বিগত ৭ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ চট্টগ্রামের সহযোগী সংস্থা **ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)** পরিদর্শন করেন। তিনি ফাউণ্ডেশনের PACE প্রকল্পভুক্ত ভ্যালু চেইন অর্থায়নে হালদা নদীতে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন শীর্ষক সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। সেমিনারে ফাউণ্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের বিষয়বস্তুর ওপর আলোচনা করেন। পিকেএসএফ-এর উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব দিলীপ পাল সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

- বিগত ২৬-২৭ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে জনাব মোঃ আবদুল করিম ফরিদপুরস্থ সহযোগী সংস্থা **পল্লী প্রগতি সহায়ক সমিতি (পিপিএসএস)** পরিদর্শন করেন। এই সময় তিনি সংস্থার বিবিধ কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি বিগত ২০-২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে সুনামগঞ্জের সহযোগী সংস্থা **ফিমেল একাডেমী**র বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি দিরাই উপজেলায় সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশের বঞ্চিত মেয়েদের ভবিষ্যৎ শীর্ষক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ৩-৪ মার্চ ২০১৭ তারিখে কক্সবাজারে সহযোগী সংস্থা **মমতা**-এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি সংস্থার বার্ষিক সম্মেলন ২০১৭-তে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সংস্থার কর্মকর্তাদের মধ্যে পারফরম্যান্স এ্যাওয়ার্ড প্রদানসহ তাদের বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত অন্যান্য অনুষ্ঠানেও তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

- পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম বিগত ১০-১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নে সহযোগী সংস্থা **মুক্তিপথ উন্নয়ন কেন্দ্র** পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান, মহাব্যবস্থাপক তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি হলদিয়া ইউনিয়নের এয়াছিন নগর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত স্বাস্থ্য ক্যাম্প, চক্ষু ক্যাম্প ও উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে তিনি ফিতা কেটে স্বাস্থ্য ক্যাম্প ও উন্নয়ন মেলার উদ্বোধন করেন। তিনি স্বাস্থ্য ক্যাম্প ও চক্ষু ক্যাম্পের আওতায় চলমান সাধারণ রোগ, গাইনী রোগ, দন্তরোগ ও চক্ষু রোগের ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। তিনি মেলা প্রাঙ্গণে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির ওপর আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

- বিগত ১২-১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ডুতে সহযোগী সংস্থা **ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা)** কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালীন তিনি সংস্থার MIS Software Implementation বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি সংস্থার মুরাদপুর শাখার ফিজিওথেরাপি সেন্টার ও সীতাকুন্ডু শাখার অধীনে অগ্রসর সদস্যের স্যানিটেশন, মার্সি লাইব্রেরী, মুরগির খামার, মাছ চাষ ও বায়োগ্যাস প্লান্ট পরিদর্শন করেন। তিনি সৈয়দপুর শাখার অটোমেশন কার্যক্রমের অগ্রগতি, পুনর্বাসিত সদস্যের গাভী পালন ও রিকশা পরিদর্শন শেষে কর্মীসভায় যোগ দেন। তিনি কেদারখিল সমৃদ্ধি কেন্দ্র উদ্বোধন, স্যাটেলাইট ক্লিনিক, বৈকালিক পাঠদান কেন্দ্র ও আইডিপিডি-র সদস্য কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

- জনাব মোঃ ফজলুল কাদের ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে সাতক্ষীরা জেলার সহযোগী সংস্থা **নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ)** এবং যশোর জেলার সহযোগী সংস্থা **রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)** পরিদর্শন করেন। তিনি **এনজিএফ**-এর কাঁকড়া হ্যাচারি, নার্সারি পুকুর এবং কাঁকড়া চাষ পরিদর্শন করেন। তিনি PACE প্রকল্পাধীন কাঁকড়া হ্যাচারি স্থাপন শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্পের আওতায় কাঁকড়া পোনা অবমুক্তকরণ উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনে যোগদান করেন। তিনি **আরআরএফ** সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন।

- জনাব মোঃ ফজলুল কাদের বিগত ১৬-১৮ মার্চ ২০১৭ তারিখ রাজশাহী জেলার সহযোগী সংস্থা আশ্রয় পরিদর্শন করেন। এই সময় সংস্থা কর্তৃক PACE প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত নারী উদ্যোক্তা পরিচালিত এমব্রয়ডারী পোশাক তৈরি সাব-সেক্টর উন্নয়ন শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম অফিস ও মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করেন। তিনি সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান করেন।

- জনাব কাদের বিগত ২৭-২৯ মার্চ ২০১৭ তারিখে নোয়াখালী জেলার সহযোগী সংস্থা **সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা**'র অগ্রসর, কৃষি ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের কার্যক্রমসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট-এর আওতায় পরিচালিত কোয়েল পালন, ছাগল পালন ও টেইলারিং কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এছাড়াও তিনি ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত অকৃষি প্রশিক্ষণ যেমন: সেলাই প্রশিক্ষণ, সাগরিকা কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক, ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে বিষমুক্ত তরমুজ চাষ, ভার্মি কম্পোস্ট, গাভী পালন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

- পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন বিগত ১৯-২১ জানুয়ারি ২০১৭ **আলোশিখা রাজিহার সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র** পরিচালিত বরিশালস্থ ট্রেনিং সেন্টার পরিদর্শন করেন। তিনি SEIP প্রকল্পের আওতায় সমাপ্ত হওয়া ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন (প্রথম ব্যাচ) এবং ফ্যাশন গার্মেন্টস (তৃতীয় ব্যাচ) প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এই সময় তিনি ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন এবং আইটি সাপোর্ট সার্ভিস কোর্সের চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ

করেন। জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান, মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন।

- পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) জনাব গোলাম তৌহিদ ও উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব একেএম নুরুজ্জামান বিগত ২৬-২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ জয়পুরহাটে সহযোগী সংস্থা **জাকস ফাউন্ডেশন** পরিদর্শন করেন। তাঁরা সংস্থার শাখা ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। পরিদর্শনকালে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম এবং সংগঠিত উদ্যমী সদস্যদের বাড়ি পরিদর্শন করেন। জনাব গোলাম তৌহিদ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সম্মাননা, বয়স্ক ভাতা ও বিভিন্ন উপকরণ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট-এর আওতায় পরিচালিত খাঁচায় কোয়েল পালন, টার্কির খামার, প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে কুচিয়া চাষ এবং কেজিএফ কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে আলু সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি কৃষি ইউনিটের আওতায় পরিচালিত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের শস্য সংরক্ষণাগার, ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় কিশোরী ক্লাব এবং লিফ্‌ট প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল এবং ব্রিডিং খামার পরিদর্শন করেন।

LIFT কর্মসূচি: হাওর জনগোষ্ঠীর কল্যাণে উদ্যোগ

বাংলাদেশের হাওর অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতের লক্ষ্যে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে পিকেএসএফ-এর আয়োজনে Sustainable Development of Haor People: Innovative Initiatives of PKSF শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম-এর সভাপতিত্বে পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত এই সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব অমলেন্দু মুখার্জী, এক্সিকিউটিভ ভাইস-চেয়ারম্যান, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি। এছাড়া, হাওর এলাকায় কর্মরত বিভিন্ন সংস্থাসহ পিকেএসএফ-এর নির্বাচিত ৪০টি সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

স্বাগত বক্তব্যে জনাব মোঃ আবদুল করিম বলেন, দেশের মোট জনগোষ্ঠীর যে বৃহৎ অংশ এখনও দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছে, তাদের মধ্যে হাওরবাসীরা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, অত্যন্ত দুর্গম অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও হাওর এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে পিকেএসএফ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সেমিনারে উল্লেখ করা হয়, হাওর এলাকায় নিয়মিত আয়ের সুযোগের অভাবে সেখানকার জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। হাওর অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পিকেএসএফ দু'টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে LIFT ও সমৃদ্ধি শীর্ষক দু'টি বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। হাওর অঞ্চলে LIFT কর্মসূচি বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার ওপর জনাব ইকবাল আহাম্মদ, নির্বাহী পরিচালক, **পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র** এবং **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির অভিজ্ঞতার ওপর জনাব মোঃ হাসান আলী, নির্বাহী পরিচালক, **পল্লী বিকাশ কেন্দ্র** দু'টি উপস্থাপনা প্রদান করেন।

জনাব ইকবাল আহাম্মদ উল্লেখ করেন, পিকেএসএফ ২০০৯ সালে হাওর এলাকার পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিকল্প ও বৈচিত্র্যময় কর্মসংস্থানের সুযোগ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে LIFT কর্মসূচির আওতায় হাওর এলাকার অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষায়িত ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করে। প্রাথমিকভাবে কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী, মিঠামইন এবং অষ্টগ্রাম উপজেলা, হবিগঞ্জ জেলার আজমিরীগঞ্জ উপজেলা এবং সুনামগঞ্জ জেলার সাল্টা উপজেলায় উদ্যোগটির বাস্তবায়ন শুরু করা হয়, যা বর্তমানে চলমান রয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ২২,০৩৮ জন অতিদরিদ্র সদস্যের মাঝে ২৯.৭০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

সমৃদ্ধি বিষয়ক উপস্থাপনায় জনাব মোঃ হাসান আলী বলেন, কিশোরগঞ্জের মিঠামইন ইউনিয়নে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। উক্ত এলাকায় প্রায় চার হাজার খানা **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় নানাবিধ পরিষেবা গ্রহণ করছে। **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় হাওর এলাকাভুক্ত এসকল খানা স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আয়-উপার্জনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। উপস্থাপনা দু'টির ওপর আলোচনা করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন এবং **পিপল'স ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন** (পপি)-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মুর্শেদ আলম সরকার। এছাড়া, হাওর এলাকা থেকে আগত পিকেএসএফ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন নারী এবং স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বক্তব্য রাখেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জনাব অমলেন্দু মুখার্জী পিকেএসএফ কর্তৃক হাওর এলাকায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ তার বক্তব্যে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার পাশাপাশি হাওর এলাকার পিছিয়ে পড়া দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সহায়তা প্রকল্প

বাংলাদেশের কিছু নির্বাচিত পৌরসভায় বসবাসরত স্বল্প আয়ের মানুষের অপরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সহায়তা প্রকল্প (Low Income Community Housing Support Project-LICHSP) গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠীর ভূমির মালিকানা তৈরি, আবাসন উন্নয়ন ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধিসহ সার্বিক অবকাঠামো উন্নয়ন। প্রকল্পটি পিকেএসএফ এবং জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে বাস্তবায়ন করবে। পিকেএসএফ নির্বাচিত সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ঋণ প্রদান করে আবাসন উন্নয়ন, নির্মাণ এবং গুচ্ছভিত্তিক বাড়ি নির্মাণে সহায়তা করবে। ৫ বছরে ১৩টি শহরে কাজ চলবে। ঋণের মধ্যে প্রায় ৪০% বিতরণ করা হবে নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে, যাদের মাসিক আয় ২৫,০০০/-টাকার নিচে। প্রাথমিকভাবে পরীক্ষামূলক ক্ষুদ্রঋণের আদলে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। এই পদ্ধতি শুরু করতে বর্ধিত ঋণের সুবিধাসহ পুনঃঋণ ব্যবস্থা চালু করা হবে। যাতে উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠী কর্তৃক ব্যবহৃত ভবনসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে এবং একই সাথে বাজার তৈরি হয়।

পিকেএসএফ ইতোমধ্যে একটি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট গঠন করেছে। পিকেএসএফ প্রথম পর্যায়ে ৫টি পৌরসভায় কাজ করার জন্য ৫টি সংস্থাকে (**ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন-ইএসডিও, ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি, আদ্-দীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার, পিদিম ফাউন্ডেশন, টিএমএসএস**) নির্বাচন করেছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট সকল প্রস্তুতিমূলক কাজ যেমন, ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা ম্যানুয়াল, কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন সহায়িকা, পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো, ক্যাশ ফোরকাস্ট প্রতিবেদন, ক্রয় পরিকল্পনা ও প্রকল্পের বাজেট প্রণয়ন সম্পন্ন করেছে।

প্রথম বাস্তবায়ন সহায়তা

বিগত ১৯-২৩ মার্চ, ২০১৭ তারিখে বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিনিধি দল এলআইসিএইচএস প্রকল্পের প্রথম বাস্তবায়ন সহায়তা মিশন সম্পন্ন করেছে। মিশনে প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বর্তমান অবস্থা এবং অগ্রগতি বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়ে পিকেএসএফ মাঠ পর্যায়ে প্রথম ২৪ মাস পাইলট পর্যায়ে কাজ করবে।

এই কার্যক্রম প্রথমে জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ-এর আওতাধীন দু'টি শহর কুমিল্লা ও সিরাজগঞ্জ এবং পরে আরও তিনটি শহর রংপুর, যশোর ও নরসিংদী পৌরসভায় বাস্তবায়ন করা হবে। মিশন চলাকালীন ২২ মার্চ, ২০১৭ তারিখে ঋণদান নির্দেশিকা, প্রকৌশল ও পরিবেশ এবং সামাজিক সুরক্ষা বিষয়সমূহ নিয়ে এই পাঁচটি শহরের সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে একটি পরামর্শমূলক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

চুক্তি স্বাক্ষর

- বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে চক্ষু চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দিতে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং অরবিস ইন্টারন্যাশনাল একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। পিকেএসএফ-এর পক্ষে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন এবং অরবিস ইন্টারন্যাশনাল-এর এ দেশীয় প্রতিনিধি মুনির আহমেদ বিগত ১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

  পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের এবং জনাব মোঃ আলাউদ্দিন, ডিরেক্টর (প্রোগ্রাম), অরবিস ইন্টারন্যাশনাল চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

- পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং ঢাকা স্কুল অব ইকোনোমিক্স শিক্ষা, গবেষণা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং টেকসই উন্নয়নে পরস্পরের সহযোগিতা বাড়াতে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। পিকেএসএফ-এর পক্ষে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন এবং ঢাকা স্কুল অব ইকোনোমিক্স-এর প্রশাসন এবং একাডেমিক এফেয়ার্স বিভাগের প্রধান মুহাম্মদ সেলিম বিগত ৩ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন। পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) জনাব গোলাম তৌহিদ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ

জনবল শাখার আয়োজনে জানুয়ারি-মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাচে পিকেএসএফ-এর মোট ১৪৮ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ হল:

প্রশিক্ষণের নাম	সময়কাল ও ভেন্যু	আয়োজক
G-banker Web Version Orientation Training	জানুয়ারি ৪–৫, ২০১৭ পিকেএসএফ	পিকেএসএফ এবং গ্রামীণ কমিউনিকেশন্স
Training on Integrity	জানুয়ারি ২২, ২০১৭ পিকেএসএফ	পিকেএসএফ
Office Automation for Organizational Development	জানুয়ারি ২২–ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০১৭ পিকেএসএফ, জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী (এনএপিডি)	পিকেএসএফ জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী (এনএপিডি)
TVET Management	ফেব্রুয়ারি ১-১৫, ২০১৭ জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট	SEIP, পিকেএসএফ
Communication with Communities (CWC) Capacity Building Workshop Training	ফেব্রুয়ারি ১৩-১৫, ২০১৭ বিবিসি মিডিয়া এ্যাকশন	বিবিসি মিডিয়া এ্যাকশন
Terminal workshop	৩১ জানুয়ারি ২০১৭ সিরডাপ	জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক সংস্থা
Enterprise management and Promotion of private business	ফেব্রুয়ারি ১৩–১৬, ২০১৭ পিকেএসএফ	PACE, পিকেএসএফ
Capacity development training for Innovation team members	ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০১৭ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ	একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম (এ টু আই)
Pre-Service training for newly recruited assistant managers	ফেব্রুয়ারি ২২-২৬, ২০১৭ পিকেএসএফ	পিকেএসএফ
TVET Management	ফেব্রুয়ারি ২২–মার্চ ৭, ২০১৭ জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট	SEIP, পিকেএসএফ
Management Training	মার্চ ১১-২৩, ২০১৭, বিআইজিএম	SEIP, পিকেএসএফ
Enterprise Management and Promotion of Private Business	মার্চ ২৭-৩০, ২০১৭ পিকেএসএফ	PACE, পিকেএসএফ

সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীগণের জন্য প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ একটি উন্নয়নমূলক সংগঠন এবং এটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব উন্নয়ন এবং পেশাদারী দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এই ধারাবাহিকতায় ২০১৬ – ২০১৭ অর্থ বছরে, জানুয়ারি - মার্চ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ৫৯০ জন কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীকে মূলস্রোতের আওতায় ১১টি মডিউলের ওপর মোট ২৬টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কোর্সের নাম	ব্যাচ	দিন	সহ. সংস্থা	প্রশিক্ষণার্থী	ভেন্যু
উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য প্রশিক্ষণ					
আর্থিক পণ্যের নকশা প্রণয়ন ও বহুমুখীকরণ	১	৩	২১	২৩	আইএনএম
প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ	১	৫	২০	২২	আইএনএম
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	১	৩	১৭	২১	পিকেএসএফ
	২	৩	৩৮	৪৮	আইএনএম
এনজিও-এমএফআই-দের কার্যক্রমের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা	৩	৫	৫৭	৫৯	পিকেএসএফ
হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা	২	৩	৩৭	৪০	পিকেএসএফ
সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা	৩	৫	৬২	৭৪	আইএনএম
হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা	৩	৪	৬৩	৭২	আইএনএম
সহযোগী সংস্থার মাঠকর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ					
দারিদ্র্য দূরীকরণে দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা	১	৫	১৭	২৩	সিডিএফ
মোট	১৭		৩৩২	৩৮২	

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/কর্মশালার তথ্য

১) SEIP প্রকল্পের অর্থায়নে চলতি বছরের ৮-২১ জানুয়ারি সিঙ্গাপুরের Institute of Technical Education- Education Services

(ITEES)-এ অনুষ্ঠিত Overseas Pedagogy Training of Technical and Vocational Education and Training (TVET) for Trainers শীর্ষক প্রশিক্ষণে পিকেএসএফ হতে জনাব গোলাম জিলানী, সহকারী ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম); ১২-২৫ ফেব্রুয়ারি জনাব এস এম খালেদ মাহফুজ, প্রোগ্রাম অফিসার, SEIP এবং ১২-২৫ মার্চ জনাব কাজী মশরুর-উল-আলম, প্রোগ্রাম অফিসার, SEIP অংশগ্রহণ করেছেন।

২) ড. তৌফিক হাসান, উপ-মহাব্যবস্থাপক (গবেষণা) বিগত ২৯-৩১ মার্চ ২০১৭ তারিখে ব্যাংকক, থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত Voluntary National Review (VNR) শীর্ষক একটি সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন।

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট-এর মাধ্যমে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাভুক্ত ১৬টি ইউনিয়নে সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় জানুয়ারি হতে মার্চ ২০১৭ সময়কালে মোট ১৯টি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা হয়েছে। এছাড়া নলছিটি উপজেলার কুলকাঠি ইউনিয়নকে স্থানীয় সংসদ সদস্য বাল্যবিবাহ মুক্ত ইউনিয়ন বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

উল্লিখিত ইউনিয়নসমূহে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির সমন্বয়কারী ও সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজারদের অংশগ্রহণে সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অগ্রগতি ও করণীয় বিষয়ে বিগত ৩০ মার্চ ২০১৭ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। আলোচনায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও কিশোরী ক্লাবের কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। কর্মশালায় কিশোরী ক্লাব গঠন ও কিশোরীদের পুষ্টি বিষয়ে ২টি উপস্থাপনার আয়োজন করা হয়।

এছাড়াও বিগত জানুয়ারি–মার্চ ২০১৭ সময়কালে এই ইউনিট-এর মাধ্যমে উল্লিখিত ১৬টি ইউনিয়নে ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটিসমূহকে সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন করতে *সামাজিক উন্নয়ন ও দায়বদ্ধতা* শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকদেরকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতন করতে একদিনের ওরিয়েন্টেশন সেশন আয়োজন করা হয়। ৪০টি মাধ্যমিক ও সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে নিয়মিত ওরিয়েন্টেশন সেশন চলমান রয়েছে।

ড. কাশেমের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান

পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদ এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ড. এম. এ কাশেম বিগত ২৪ এপ্রিল ২০১৭ নেদারল্যান্ডস-এ IHE Delft Institute for Water Education আয়োজিত এক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি Conference: The Impact of IHE Delft in a Changing Landscape শিরোনামে এই সম্মেলনে Conditions for societal impact: What needs to be done or in place to have impact, best approaches and lessons learned বিষয়ে প্যানেল স্পিকার হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেছেন।

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র

ঋণ বিতরণ: পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের জুলাই ২০১৬–ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ২১৫০৩.৪১ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থায় ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২৬৭৯১৭.০৩ মিলিয়ন টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.২৩ ভাগ। নিচে ফেব্রুয়ারি ২০১৭ মাসে ফাউণ্ডেশনের ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

কর্মসূচি/প্রকল্প	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ-সহ. সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণস্থিতি (পিকেএসএফ-সহ. সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)
মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)		
বুনিয়াদ	১৯০৮৬.০০	৩৩৩৮.৭৭
জাগরণ	১১১১৬৫.৭৯	১৯০৯৯.১৬
অগ্রসর	৪৩১০০.৪০	১৩০৬৪.৮২
সাহস	৭৫৪.২০	১৯১.০০
সুফলন	৬৮৬৫১.২০	৬২৫৮.২৯
কেজিএফ	৫৩৪৪.৫০	১০৭১.৫০
সমৃদ্ধি	২৩২৮.৬২	১৫৭৭.৫৭
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	২৯৩০.৭৩	১৩.৬৩
মোট (মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ)	**২৫৩৩৬১.৪৩**	**৪৪৬১৪.৭৫**
প্রকল্পসমূহ		
ইফরাপ	১১২২.৫০	১৫.৫৯
এফএসপি	২৫৮.৭৫	০.০০
লিফট	৬৭৭.৫১	২১৯.৪৭
লিফট (সহযোগী সংস্থা নয়)	৭৫.৭২	১০.০০
এলআরপি	৮০৩.৮০	০.৫৫
এমএফএমএসএফপি	৩৬১৯.৬০	৯১.৯০
এমএফটিএসপি	২৬০২.৩০	৩.৬০
পিএলডিপি	৫৯৩.৯১	০.০০
পিএলডিপি-২	৪১৩০.১৯	৮৭.৪৭
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	৬৭১.৩২	০.০১
মোট (প্রকল্পসমূহ)	**১৪৫৫৫.৬০**	**৪২৮.৫৯**
সর্বমোট	**২৬৭৯১৭.০৩**	**৪৫০৪৩.৩৪**

কার্যক্রম/প্রকল্প	ঋণ বিতরণ (২০১৫-১৬) ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণ বিতরণ (২০১৬-১৭) ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত (মিলিয়ন টাকায়)
জাগরণ	৬৫৯৪.০০	৬৬৩৯.৭০
অগ্রসর	৪৮০৬.৬০	৫১৫৪.৬০
বুনিয়াদ	১৬১৫.০০	১৫৭২.০০
সুফলন	৫৯৫৫.৫০	৬৩২৯.০০
সাহস-ডিএমএল	৫২.০০	৬৪.০০
স্যানিটেশন	০.০০	০.০০
কেজিএফ	৮৪৫.০০	১০৪৪.৫০
সমৃদ্ধি	৬০৯.৩১	৬৮০.৪৫
লিফট	১০৯.২৪	১৯.১৬
মোট	**২০৫৮৬.৬৪**	**২১৫০৩.৪১**

ঋণ বিতরণ: সহযোগী সংস্থা–ঋণ গ্রহীতা সদস্য

২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই ২০১৬ – ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ২২৮.১৮ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এই সময় পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ ২৪৮০.১৯ বিলিয়ন টাকা এবং ঋণগ্রহীতা হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ আদায় হার ৯৯.৬৮। ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত মাঠপর্যায়ে ঋণগ্রহীতা সদস্য পর্যায়ে ঋণস্থিতির পরিমাণ ১৯২.৬৩ বিলিয়ন টাকা। ঋণগ্রহীতা সদস্যের সংখ্যা ৯.৭৭ মিলিয়ন। যাদের মধ্যে শতকরা ৯১.৬৭ জনই মহিলা।

Component-wise Loan Disbursement in FY 2015-16
(up to Feb-2016) Million Taka

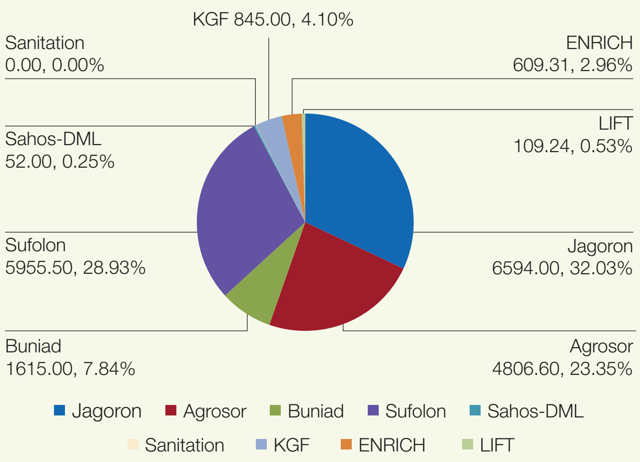

Component-wise Loan Disbursement in FY 2016-17
(up to Feb-2017) Million Taka

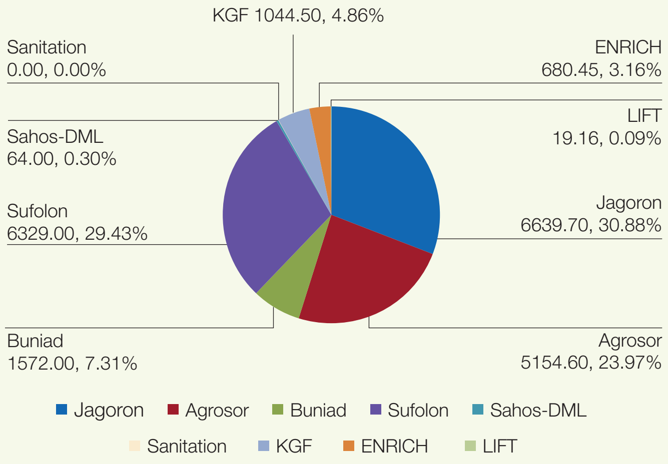

পিকেএসএফ প্রসঙ্গে

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। একদিকে উন্নয়নের মূলধারা থেকে দূরবর্তী গ্রামীণ অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পিকেএসএফ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে, অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও দক্ষতা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের এইসব সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বহুমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। গত দুই দশকে পিকেএসএফ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে মূলস্রোত কার্যক্রম এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মসূচিসমূহ মানুষ ও সমাজের চাহিদাসাপেক্ষে নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে নবায়ন, পরিবর্ধন এবং সম্প্রসারণ করে চলেছে।

পিকেএসএফ-এর বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ	সভাপতি
জনাব মোঃ আবদুল করিম (ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ)	সদস্য
ড. প্রতিমা পাল মজুমদার	সদস্য
ড. এ.কে.এম. নূর-উন-নবী	সদস্য
জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ	সদস্য
ড. এম.এ. কাশেম	সদস্য
মিজ. নিহাদ কবীর	সদস্য

সম্পাদনা পর্ষদ

উপদেশক : **জনাব মোঃ আবদুল করিম**
ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

সম্পাদক : **অধ্যাপক শফি আহমেদ**

সদস্য : **মাসুম আল জাকী**
শারমিন মৃধা
সাবরীনা সুলতানা

বুক পোস্ট

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৭-এর প্রতিপাদ্য **নারী-পুরুষ সমতায় উন্নয়নে যাত্রা, বদলে যাবে বিশ্ব, কর্মে নতুন মাত্রা**-কে সামনে রেখে ২৮ মার্চ, ২০১৭ তারিখে পিকেএসএফ মিলনায়তনে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারের মূল বিষয় ছিল ‘টেকসই উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়ন, সমতা ও বৈষম্যহীনতা’। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। সেমিনারে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র ডাঃ সেলিনা হায়াৎ আইভী। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি-এর নির্বাহী পরিচালক বেগম রোকেয়া এবং বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ড. প্রতিমা পাল মজুমদার।

বেগম রোকেয়া তাঁর প্রবন্ধে বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে নারীদের অবস্থান নিয়ে আলোকপাত করেন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্ব তুলে ধরেন। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ পরিচালনা পর্ষদ ও সাধারণ পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, ১৩৬টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণ এবং পিকেএসএফ-এর সকল নারী কর্মকর্তা ও কর্মীসহ ঊর্ধ্বতন পুরুষ কর্মকর্তাগণ। এদের মধ্যে কয়েকজন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

স্বাগত বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়ার স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সরকারের পাশাপাশি পিকেএসএফ-ও Forward Looking দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নারীদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। পিকেএসএফ বর্তমানে মাতৃত্বকালীন ছুটির পাশাপাশি পিতৃত্বকালীন ছুটির সুবিধাও প্রদান করছে।

সম্মানিত অতিথি ডাঃ সেলিনা হায়াৎ আইভী বলেন, ১৯৯৭ সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নারীদের জন্য অধিক সংখ্যক সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করে নারীদের ক্ষমতায়নে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। বর্তমানে নারীরা সাধারণ আসনে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তাদের অবস্থান অর্জন করার সক্ষমতা অর্জন করেছেন। নারীকে একজন মানুষ হিসেবে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রধান ভূমিকা পালন করে উল্লেখ করে তিনি বলেন, পরিবারে মায়েদের দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তন করতে হবে। শিশু সন্তানকে ছেলে বা মেয়ে হিসেবে বিবেচনার প্রথম বিভাজন শুরু হয় পরিবার থেকে। পরিবার থেকেই যদি এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধিত হয় তাহলে তা একটি বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। নারী অধিকার অর্জনে শুধু নারী সংগঠন নয় পুরুষদেরও সোচ্চার হতে হবে।

সেমিনারের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো সবাইকে নিয়ে উন্নয়ন। পিকেএসএফ তার চিন্তা, কর্মসূচি ও ব্যবস্থাপনায় সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে টেকসই উন্নয়নে কাজ করছে। তিনি বলেন, নারী নির্যাতন, নারী উত্যক্তকরণ, বাল্যবিবাহ ও সামাজিক বৈষম্যের কারণে টেকসই উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।